দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 04 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঢাবির ছাত্রী হল নির্মাণে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

অবিলম্বে কাজ শুরু না হলে পুনরায় দখল হওয়ার আশঙ্কা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দীর্ঘ পাঁচ বছর বেদখলে থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী হলের জমি উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান কামরুল হাসানের নেতৃত্বে গতকাল (রোববার) সকাল ১০টায় শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারিরা উদ্ধার কাজে উপস্থিত ছিলেন। সহায়তা করতে উচ্ছেদ স্থলে উপস্থিত ছিলেন দেড় শতাধিক পুলিশ এবং দেড় শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মী।

নিরাপত্তা কর্মী কামরুল হাসান ইনকিলাবকে জানান, রাত নয়টা পর্যন্ত উদ্ধার কাজ চলে। কোন প্রকার অঘটন ছাড়াই তারা এই বস্তি উচ্ছেদ করেছেন। তবে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, অবিলম্বে কাজ শুরু করা না হলে উচ্ছেদকৃতরা পুনরায় তা দখল করতে পারে।

এদিকে উদ্ধার কাজ পরিদর্শন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এসএমএ ফায়েজ, প্রো-ভিসি আ ক ম ইউসুফ হায়দার সকাল ১০টায় উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও রাত নয়টা পর্যন্ত তারা উচ্ছেদ স্থলে যাননি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ উচ্ছেদ স্থলে উপস্থিত হলেও তা অনেক দেরিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আ কা ফিরোজ দুপুর ১২টায় উচ্ছেদ কাজ পরিদর্শনে সেখানে যান। রাত নয়টায় উচ্ছেদ স্থলে গিয়ে দেখা যায়, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু স্থাপনা উচ্ছেদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর এই স্থানের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা না মেনে টিনের বেড়া দিয়ে রেখেছে। উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলো যে কোন সময় তা দখল করতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অতিদ্রুত কোন পদক্ষেপ না নিলে এই স্থান পুনরায় দখল হয়ে যাবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়, আগামী দু' একদিনের মধ্যেই তারা সেই স্থানে হল [illegible] বে। বিশ্ববিদ্যালয় সকল দিক থেকে প্রস্তুত শুধু আমরা এই স্থাপনা উচ্ছেদের অপেক্ষায় ছিলাম। উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের পূর্ব পাশে এই হলটির জন্য কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছ থেকে ২ দশমিক ৫ একর জমি প্রতীকী মূল্যে কেনে। এরপর বিগত ৫ বছর তা উদ্ধার তৎপরতা চালায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এজন্য সরকারের কাছে একাধিক মন্ত্রণালয়ে চিঠি চালাচালি করে। এপ্রিল মাসে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সিন্ডিকেট সদস্যদের সাক্ষাৎকালে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। তখন প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষা উপদেষ্টাকে ডেকে বিষয়টি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষ উদ্ধার তৎপরতার অংশ হিসেবে রেলওয়ের এই অবৈধ দখলদার সহস্রাধিক পরিবারকে নোটিশ, মাইকিং ও ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু এতেও কাজের কাজ কিছু হয় নি। উপরন্তু নোটিশ দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লাঞ্ছিত হতে হয়। আর হল নির্মাণের প্রকল্পের দুই বছরে নির্মাণ কাজ শুরুই করতে না পারায় টাকা ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষ গতকাল রোববার বস্তি উচ্ছেদ করে জমি উদ্ধার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০০৩ সালে কার্জন হল এলাকায় এই জমিতে বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রীদের জন্য ১ হাজার আসনের একটি ছাত্রী হল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। এজন্য সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বরাদ্দ ছিল ১৩ কোটি টাকা। নানা সেন দরবারের পর গত ৩ বছর আগে প্রকল্পের টাকা হাতে পায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ জুনের মধ্যে কাজ শুরু করতে না পারায় এই টাকা ফেরত যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে এই বলে সময় নেয় যে এখন জমি উদ্ধার করা যাচ্ছে না। অবশেষে গতকাল সকাল ১০টায় সে স্থান উদ্ধার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।